মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২	--	--	২	২	(৬৬.৬৬%)	১	৯৬.১৩%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : ১৭৪৫৮.০৪ লক্ষ টাকা

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ নির্মাণ কাজে ত্রুটিঃ প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ্য করা যায়, ১ ফুট ৯ ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট বিশাল আয়তনের জলাধারের তলদেশ প্রায় ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত সিলেট পাথর দিয়ে ফিনিশিং করা হয়েছে। পাথরগুলোর উপর ময়লা ও বর্জ্য পড়ে থাকায় দেখতে খুব খারাপ লাগে। পাথরগুলো পরিষ্কার করা বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং ব্যয়বহুলও। এ কারণে পাথর দিয়ে তলদেশ ফিনিশিং করা যৌক্তিক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। এ ছাড়া, পানিতে প্রচুর শ্যাওলা জন্মেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নেই।	৩.১ জলাধারের পানি ও পাথর নিয়মিত পরিস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩.২ শাহবাগ থানা অপসারণঃ শাহবাগে পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও শাহবাগ থানা ছিল। বহু চেষ্টা করে ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের শেষ সময়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ব্যারাক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু শাহবাগ থানা অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে স্ন্যাকস্ও স্যুভেনির শপ, বিদ্যমান পুরাতন ভবন, জীম খানা, গ্যালারি সংস্কার ও সং রক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। শাহবাগ মোড় হতে স্বাধীনতা স্তম্ভ পরিষ্কার ভাবে দেখার জন্য শাহবাগ থানা অপসারণ প্রয়োজন।	৩.২ শাহবাগ মোড় হতে স্বাধীনতা স্তম্ভ পরিষ্কার ভাবে দেখার জন্য শাহবাগ থানা অপসারণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান স্থানে র ভূ-গর্ভে স্ন্যাকস্ও স্যুভেনির শপ এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা যেতে পারে।
৩.৩ উদ্যানের নিরাপত্তাঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে রমনা কালি মন্দির আছে। রমনা কালি মন্দিরে প্রবেশের জন্য বাংলা একাডেমির সন্নিকটে সীমানা প্রাচীর অবিচ্ছেদ্য রাখা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় বহু চেষ্টা করেও স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় সীমানা প্রাচীর দিয়ে প্রকল্প এলাকা পৃথক করা যায়নি। ফলে প্রকল্প এলাকা অ রক্ষিত এবং নিরাপত্তা হুমকি তে রয়েছে। তবে, ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর দিয়ে পৃথক করা হবে মর্মে জানা যায়। এ লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প নেয়ার জন্য ডিপিপি প্রনয়ণের কাজ চলছে। আর ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি স্থান চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে মর্মে জানা যায়।	৩.৩ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রমনা কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত করে দেওয়াল দিয়ে প্রকল্প এলাকা পৃথক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.৪ অডিটরিয়াম অব্যবহৃত অবস্থায় থাকাঃ ১৫৬ আসন বিশিষ্ট অডিও ভিজ্যুয়াল অডিটরিয়ামটিতে বর্তমানে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না অর্থাৎ অডিটরিয়ামটিতে কোন অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন হচ্ছে না। বর্তমানে অডিটরিয়ামটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফলে অডিটরিয়ামে উন্নতমানের যে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবস্থা করা হয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার দরুন তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	৩.৪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের আর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারী ফিল্ম, চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়াল অডিটরিয়ামটি দর্শনার্থীদের জন্য চালু রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩.৫ কর্তৃপক্ষের অবহেলাঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও উদ্যানে নির্মিত স্বাধীনতা স্তম্ভসহ বিভিন্ন স্থাপনা অত্য ন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রকম গু রুত্বপূর্ণ প্রকল্প বরাদ্দের অভাব বা অপ্রতুলতার জন্য যথাযথভাবে সং রক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানা যায়। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে না পারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা বলে প্রতীয়মান হয়। উ ল্লেখ্য যে, সর্বশেষ সংশোধিত Allocation of Business মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে স্বাধীনতা জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চ পরিচালনার জন্য ন্যাস্ত করা হয়। অপরপক্ষে, স্বাধীনতা স্তম্ভসহ অবশিষ্ট সকল স্থাপনা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গণপূর্ত অধিদপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করছে।	৩.৫ প্রকল্প এলাকাসহ বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তাসহ সামগ্রীকভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৩.৬ নির্মাণকাজে ত্রুটিঃ প্রকল্পটি পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে লক্ষ্য করা যায় ভবনের বেজমেন্টে ইলেকট্রিক তারগুলো এলোমেলোভাবে বসানো হয়েছে। ৩য় তলায় টাইলস্ঠিকমত বসানো হয়নি, কোথাও কোথাও কিছুটা উচুঁ-নীচু হয়েছে, এছাড়া টাইল্স স্থাপনে ফিনিশিং ভালো হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, টাইলস্ বসানোর সময় ভালো মিস্ত্রি ব্যবহার করা হয়নি। ভবনের ৪র্থ তলায় বাথরুমের যে পাইপ/ ট্যাপ বসানো হয়েছে সেগুলো ফল্স ছাদ দিয়ে ঢেকে না দেয়ার ফলে দেখতে খুব খারাপ লাগছে। তাছাড়া উক্ত ট্যাপ/পাইপ যদি কোন কারণে ফেটে যায়, তাহলে ময়লা পানি বা অন্যান্য বর্জ্য কক্ষের ভিতরে পড়বে।	৩.৬ ভবনের যেসকল জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সেসকল জায়গায় অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করবে।
৩.৭ নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত ফ্লোরগুলো পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকাঃ বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত এখনো ভাড়া দেয়া হয়নি। ফলে ফ্লোরগুলো পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সরেজমিনে লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন স্থানে নোংরা কাগজের স্তুপ, সিগারেটের প্যাকেট-অবশিষ্ট অংশ, ধূলাবালি এবং যত্রতত্র প্রাণীর মলমূত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে পরিবেশগত দিক থেকে এ ফ্লোর কয়টির অবস্থা খুবই খারাপ।	৩.৭ উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
৩.৮ একই পরিবারের ২টি করে ফ্ল্যাট ব্যবহারঃ প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার ভবনে যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য ৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে ৭২টি পরিবার বসবাস করছে। অবশিষ্ট ১২টি ফ্ল্যাট কয়েকটি পরিবার অতিরিক্তভাবে নিজেদের জন্য ব্যবহার করছে। যার দরুন ১২টি যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	৩.৮ ভবনের ৮৪টি ফ্ল্যাটে যাতে ৮৪টি যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারই সমানভাবে বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
৩.৯ কর্তৃপক্ষের অবহেলাঃ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকল্পটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এরকম একটি Unique স্থানে গৃহীত প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত মূল নির্মাণ কাজ বহুদিন পূর্বে সম্পাদিত হবার পরও ভাড়া প্রদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা বলে প্রতীয়মান হয়।	৩.৯ যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত দোকান এবং অফিস স্পেস হিসেবে দ্রুত ভাড়া দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

"ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : প্লট নং ১/১, ১/২ ও ১/৩, গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৫০৩.৮৮ ৬৫০৩.৮৮ (-)	৬৭৫২.৭৭ ৬৭৫২.৭৭ (-)	৬২৮৪.০০ ৬২৮৪.০০ (-)	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	-	২ বছর (১০০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	১	১১.৩৮	১	১১.১৫১২৭৩৯
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৪	৭.০২	৪	৬.৩৯৬০০৩৪
৩	ভাতা	সংখ্যা	৫	২৩.১৯	৫	১৮.২৭০৭৯৫১
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	৮৪.৯১	থোক	৫১.২৫৬১৯
৫	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্ণবাসন	সংখ্যা	১৬	১৫২.০৩	১৬	১১৯.৩৭৯৪৫
৬	সম্পদ ক্রয়	সংখ্যা	২	৫১.৯০	২	৪৬.১৬৯৩
৭	নির্মাণ কাজ	বঃমিঃ	১৯৯৪৬.০০	৬৩৭২.৩৪	১৯৯৪৬.০০	৬০৩১.৩৮০৭
৮	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	৫০.০০	৫০.০০	-	-
৯	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	০.০০	০.০০	-	-
	মোটঃ			**৬৭৫২.৭৭**		**৬২৮৪.০০৩৭**

?। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের এক মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ যুদ্ধে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা, চাষী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, যুবক ও সব শ্রেণীর জনগণ দৃ ঢ় প্রত্যয় নিয়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঘৃণ্যতম গণহত্যা চালায়, যার ফলে হাজার হাজার বাংলাদেশী নারী-পুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা এমনকি শিশুরা পর্যন্ত শহীদ হয়েছে এবং অগণিত নারী পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদেশের সকল শ্রেণীর জনগণের সমবেত চেষ্টা, ঐকান্তিক মনোবল, দৃঢ় প্রত্যয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশের বিজয় ছিনিয়ে এনেছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের আপামর জনতা ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, অসংখ্য নারীর সম্ভ্রম এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আহত হওয়ার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধাহত মুক্তযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রম হারানো নারীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রের (বিএফএফডব্লিউটি) নিকট হতে কিছু সুবিধা পেয়ে আসছে। বিএফএফডব্লিউটি'র কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য সরকার কর্তৃক কিছু শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্লট প্রদান করা হয়। কিন্তু সরকারের অধিকাংশ শিল্প রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়ায় তা থেকে কার্যত সহায়তা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় মুক্তিযাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর ৬০.৮৮ ডেসিমেল জমির উপর ১৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ১৫ তলা (২টি বেজমেন্ট ও ১৩টি ফ্লোর) বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের নক্সা স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এই প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ১৫ তলা ভবনের মধ্যে ২টি বেজমেন্টসহ ৫ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে দোকান এবং অফিস ভাড়া দেয়া হবে, ৬ তলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্র অফিস ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৭ তলা হতে ১৩ তলা পর্যন্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবাসিক ভবন হিসেবে প্রতি ফ্লোরে ১২টি করে মোট ৮৪টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখাসহ প্রায় ৭৮০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বয়স ও রোগের প্রকটতার ভিত্তিতে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের করুণ অবস্থা দেখে তাদের কল্যাণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তারই বাস্তবায়ন হিসাবে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবাসন ব্যবস্থা ও তাদের কল্যাণের জন্য মূলত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ

(ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

(গ) সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) ১৫ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; এবং

(ঙ) বাণিজ্যিক ভবন হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক কাজ করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির উপর গত ৩১/০৫/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হলে উক্ত পিইসি সভার সুপারিশকৃত প্রকল্পটি ৬৫০৩.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং বাস্তবায়কাল জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে ২৫/০২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলনে পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০০৮ এর পরিবর্তে রেট সিডিউল ২০১১ এর ব্যবহার, শোর পাইল এর গভীরতা ৪৭.০ ফুট হতে ৬০.০ ফুট এ বৃদ্ধির কারণে ব্যয় বৃদ্ধি, পুনর্বাসিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা হ্রাস, প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ৬৯০৩.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। পুনরায় প্রকল্পটিতে বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তীত রেখে শুধুমাত্র ব্যয় বৃদ্ধি করে

সোলার প্যানেল স্থাপন অঙ্গটি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং উক্ত খাতে ব্যয় সংস্থানের জন্য মোট ৬৭৫২.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪/১০/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ অতিবৃষ্টি, কয়েকমাস যাবৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সাইটে নির্মাণ মালামাল সরবরাহ করতে বিলম্ব হওয়ায় এবং ডিপিপিতে ওয়ার্ক প্রোগ্রামের কাজসমূহে মূল ভবন নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট কতিপয় কাজের Construction of MS Louver on Plumbing Duct, Construction of MS Truss over parapet & fins, Supply & installation of Fire exit door etc. নাম যথাযথভাবে উল্লেখ না থাকায় উক্ত কাজের নাম ডিপিপি'র ওয়ার্ক প্রোগ্রামে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে ৩য় বার সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭৫২.৭৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ১৯/০২/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জানু/১০-জুন/১০	-	-	-	-	-	-	-
জুলাই/১০-জুন/১১	১০৯.১৬	১০৯.১৬	-	১০৯.১৬	১০৯.১৬	১০৯.১৬	-
জুলাই/১১-জুন/১২	২৪৯৮.৫৭	২৪৯৮.৫৭	-	২৪৯৮.৫৭	২৪৯৮.৫৭	২৪৯৮.৫৭	-
জুলাই/১২-জুন/১৩	১৫৬০	১৫৬০	-	১৫৬০	১৫৫৫.২৫	১৫৫৫.২৫	-
জুলাই/১৩-জুন/১৪	২৫৮৫.০৪	২৫৮৫.০৪	-	২৫৮৫.০৪	২১২১.০২	২১২১.০২	-
??? =	**৬৭৫২.৭৭**	**৬৭৫২.৭৭**	**-**	**৬৭৫২.৭৭**	**৬২৮৪.০০***	**৬২৮৪.০০***	**-**

* **উল্লিখিত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অবমুক্তকৃত অর্থ পাওয়া গেলেও সকল অর্থ খরচ করা হয়নি এবং অব্যয়িত অবশিষ্ট ৪৬৮.৭৭ লক্ষ টাকা বছর শেষে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।**

১০। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	বদলী
০১	জনাব ময়েজ উদ্দিন তালুকদার, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।	২৫/০২/২০১১	৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

পিসিআর প্রাপ্তির পর সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ২০/০১/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিশর্ন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে সেক্টরের সহকারী পরিচালক মৌসুমী খানম তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ভবনে অবস্থিত যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলোঃ

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান স্বরুপ যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্তে পুনর্বাসন এবং তাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন তৈরীর উদ্দেশ্যে ঢাকার মোহাম্মদপুরে গজনবীস্থ সড়কে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে দেখা যায়, উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের নিচ তলায় ২টি বেজমেন্টসহ ১ম তলা থেকে ৩য় তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দোকান, ৪র্থ এবং ৫ম তলায় বিভিন্ন অফিস, ৬ষ্ঠ তলায় যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য মেডিকেল সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অফিস এবং ৭ম তলা থেকে ১৩তলা পর্যন্ত ৭টি ফ্লোরে যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য ৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায়, যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোকে ফ্ল্যাটগুলো হস্তান্তর করা হয়েছে। নিচ তলার ২টি বেজমেন্ট গাড়ি পার্কিং এর জন্য ব্যবহার করা হবে। ৫ম তলায় অফিস নির্মাণের পাশাপাশি ১টি মসজিদ ও ওযুখানা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান এটি ৪র্থ তলায় সিফট করা হবে। ৬ষ্ঠ তলায় কমিউনিটি সেন্টার ও একটি মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, মেডিকেল সেন্টারের সাথে একটি ডরমেটরীও নির্মাণ করা হয়েছে। ডরমেটরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাময়িকভাবে সেবা প্রদানের জন্য ২৪টি বেড, স্টীলের ওয়াড্রব, কয়েকটি সিলিং ফ্যান, ১টি ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ তলায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ১টি কার্যালয় রয়েছে। কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে পিডব্লিউডি থেকে সরবরাহকৃত কাঠের ফ্রেম এবং সামনে কাচ বসানো ২টি আলমারি , কাঠের ফ্রেমে ফোম বসানো ১০টি চেয়ার, সাধারণ কাঠের ৫টি চেয়ার , ৪টি কাঠের আলমারি, ১টি স্টীলের আলমারি, কনফারেন্স টেবিল, ১টি রিভলভিং চেয়ার, ২ সেট সোফা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ৬ষ্ঠ তলায় যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য ২৫০০ বর্গফুট করে ২ পার্ট বিশিষ্ট মোট ৫,০০০ বর্গফুটের ১টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একসাথে প্রায় তিনশ লোকের আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৭ম তলা থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত ৮৪টি ফ্ল্যাটে ৮৪টি যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বাসস্থানের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ৭২টি যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বসবাস করছেন। পরিদর্শনে জানা যায়, ৭২টি পরিবারের মধ্যে ১২টি পরিবার ২টি ফ্ল্যাট একত্র করে ব্যবহার করছেন। পরিদর্শনের সময় কয়েকটি পরিবারের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, নির্মিত ফ্ল্যাটে বাস করতে পেরে তারা খুব সন্তুষ্ট। নিচ তলা থেকে ৩য় তলা এবং ৪র্থ তলা থেকে ৫ম তলায় যে ফ্লোরগুলো যথাক্রমে দোকান এবং অফিস ভাড়া দেয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেগুলো খালি পড়ে রয়েছে, এখনো ভাড়া দেয়া হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার

১২। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন কাজের বিবরণঃ

১২.১ কর্মকর্তাদের বেতনঃ প্রকল্পের আওতায় ৫ম গ্রেডের ১ জন প্রকল্প পরিচালকের সংস্থান ছিল। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তার বেতন খাতে ১১.৩৮ লক্ষ টাকা ছিল। তারমধ্যে ব্যয় হয়েছে ১১.১৫ লক্ষ টাকা;

১২.২ প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতনঃ প্রকল্পের আওতায় ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। এসব কর্মচারীদে বেতন খাতে ৭.০২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ব্যয় হয়েছে ৬.৪০ লক্ষ টাকা;

১২.৩ ভাতাঃ উল্লিখিত প্রকল্পে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা খাতে ২৩.১৯ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে খরচ হয়েছে ১৮.২৭ লক্ষ টাকা;

১২.৪ সরবরাহ ও সেবাঃ প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাতে ৮৪.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এরমধ্যে ব্যয় হয়েছে ৫১.২৬ লক্ষ টাকা;

১২.৫ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ প্রকল্পের আওতায় উক্ত খাতে সংস্থান ছিল ১৫২.০৩ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ১১৯.৩৮ লক্ষ টাকা;

১২.৬ সম্পদ ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পদ ক্রয়ের অধীনে ১টি মাইক্রোবাস, ক্যামেরা/প্রজেক্টর, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক এক্সেসরিজ, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী খাতে ৫১.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ব্যয় হয়েছে ৪৬.১৭ লক্ষ টাকা;

১২.৭ নির্মাণ কাজঃ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯৯৪৬ বঃমিঃ কাজের জন্য ৬৩৭২.৩৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সংস্থানের বিপরীতে খরচ হয়েছে ৬০৩১.৩৮ লক্ষ টাকা; এবং

১২.৮ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সীঃ উক্ত খাতে মোট সংস্থান ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু উক্ত খাতে কোন অর্থ খরচ হয়নি।

১৩। প্রকল্পের ?????ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;	(ক) প্রকল্পটির আওতায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য ৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নীচ তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত দোকান ও মার্কেট ভাড়া দিয়ে সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের কল্যাণ সাধনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে;
(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;	(খ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফ্ল্যাটে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ায় তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে;
(গ) সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা;	(গ) সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে ভবনে ১টি মেডিকেল সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি ২৪ সিটের ১টি ডরমেটরি নির্মাণের মাধ্যমে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
(ঘ) ১৫ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; এবং	(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ১৫ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ২টি বসেমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
(ঙ) বাণিজ্যিক ভবন হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক কাজ করা।	(ঙ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নীচ তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত দোকান ও মার্কেট ভাড়া দিয়ে তা থেকে সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১৪। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ **নির্মাণকাজে ত্রুটিঃ** প্রকল্পটি পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে লক্ষ্য করা যায় ভবনের বেজমেন্টে ইলেকট্রিক তারগুলো এলোমেলোভাবে বসানো হয়েছে। ৩য় তলায় টাইলস্ঠিকমত বসানো হয়নি, কোথাও কোথাও কিছুটা উচুঁ-নীচু হয়েছে, এছাড়া টাইল্স স্থাপনে ফিনিশিং ভালো হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, টাইলস্ বসানোর সময় ভালো মিস্ত্রি ব্যবহার করা হয়নি। ভবনের ৪র্থ তলায় বাথরুমের যে পাইপ/ ট্যাপ বসানো হয়েছে সেগুলো ফল্স ছাদ দিয়ে ঢেকে না দেয়ার ফলে দেখতে খুব খারাপ লাগছে। তাছাড়া উক্ত ট্যাপ/পাইপ যদি কোন কারণে ফেটে যায়, তাহলে ময়লা পানি বা অন্যান্য বর্জ্য কক্ষের ভিতরে পড়বে;

১৫.২ **নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত ফ্লোরগুলো পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকাঃ** বাণিজ্যিকভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত এখনো ভাড়া দেয়া হয়নি। ফলে ফ্লোরগুলো পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সরেজমিনে লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন স্থানে নোংরা কাগজের স্তুপ, সিগারেটের প্যাকেট-অবশিষ্ট অংশ, ধূলাবালি এবং যত্রতত্র প্রাণীর মলমূত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে পরিবেশগত দিক থেকে এ ফ্লোর কয়টির অবস্থা খুবই খারাপ;

১৫.৩ **মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন ফ্ল্যাটের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ কাজে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াঃ** পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ভবনের ৭ম তলায় ফ্ল্যাট নং-৬ জে (আই) বাথরুমের ফিটিংস ভালো না। ভবনের ৮ম তলায় ফ্ল্যাট নং-৭ (এ) (বি) মাষ্টার বেডরুমের বারান্দার দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। বাথরুমের পাশে হবার কারণে হয়তো কনসিল পাইপ ভিতরে ফেটে গিয়ে এমন সমস্যা হতে পারে;

১৫.৪ **সম্পাদিত কাজ পুনরায় স্থানান্তরঃ** বর্তমানে ভবনের ৫ম তলায় একটি মসজিদ ও ওযুখানা তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, এটি ৪র্থ তলায় স্থানান্তর করা হবে। এই স্থানান্তরের জন্য ৪র্থ তলায় পুনরায় ওজুখানা তৈরী করতে হবে, অপরদিকে ৫ম তলায় নির্মিত ওজুখানা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এর জন্য নির্মাণ কাজে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে। তাছাড়া, ডিজাইনগত সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে;

১৫.৫ **একই পরিবারের ২টি করে ফ্ল্যাট ব্যবহারঃ** প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার ভবনে যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য ৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে ৭২টি পরিবার বসবাস করছে। অবশিষ্ট ১২টি ফ্ল্যাট কয়েকটি পরিবার অতিরিক্তভাবে নিজেদের জন্য ব্যবহার করছে। যার দরুন ১২টি যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে;

১৫.৬ **কর্তৃপক্ষের অবহেলাঃ** আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকল্পটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এরকম একটি Unique স্থানে গৃহীত প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত মূল নির্মাণ কাজ বহুদিন পূর্বে সম্পাদিত হবার পরও ভাড়া প্রদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা বলে প্রতীয়মান হয়।

সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৫.৭ প্রকল্পের কোন External **এবং** Internal Audit **সম্পাদিত না হওয়াঃ** উল্লিখিত সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পটির কোন External এবং Internal Audit করা হয়নি।

১৬। <u>সুপারিশঃ</u>

১৬.১ যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবনের নিচ তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত দোকান এবং অফিস স্পেস হিসেবে দ্রুত ভাড়া দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৬.২ ভবনের যেসকল জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সেসকল জায়গায় অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করবে;

১৬.৩ ভবনের ৮৪টি ফ্ল্যাটে যাতে ৮৪টি যুদ্ধাহত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারই সমানভাবে বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৬.৪ প্রকল্পটির External এবং Internal Audit সম্পন্ন করে তার ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৬.৫ উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

“ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৮১৬১.১৪ ১৮১৬১.১৪ (-)	১৮১৬১.১৪ ১৮১৬১.১৪ (-)	১৭৪৫৮.০৪ ১৭৪৫৮.০৪ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	৯৬.১৩%	২ বছর (৬৬.৬৬%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে) :

ক্রঃ নং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(ক) রাজস্ব					
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	১ জন	১৫.৬৭	১ জন	১৫.২৭
২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৪ জন	৮.৭৩	৪ জন	৭.৯০
৩.	ভাতাদি	সংখ্যা	৫ জন	২৫.০৮	৫ জন	২৩.২২
৪.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	২৩১.৮০	থোক	১৭৯.৭৪
৫.	মেরামত, সংক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	থোক	১৬৬.৫৯	থোক	৮৬.৬৩
	উপ-মোট (ক)			৪৪৭.৮৭		৩১২.৭৬
	(খ) মূলধন					
৬.	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	থোক	থোক	৫০৭.৯৮	থোক	৪৯১.৪২
৭.	নির্মাণ ও পূর্ত	থোক	থোক	১৭১৭৪.০৮	থোক	১৬৬২৯.৮৭
৮.	বিবিধ মূলধন ব্যয়	থোক	থোক	২৪.০০	থোক	২৩.৯৯
	উপ-মোট (খ)			১৭৭০৬.০৬		১৭১৪৫.২৮
	মোট (রাজস্ব+ মূলধন)			১৮১৫৩.৯৩		১৭৪৫৮.০৪
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			৩.৬০		-
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			৩.৬১		-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			১৮১৬১.১৪		১৭৪৫৮.০৪

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ**:

অনুমোদিত ডিপিপি (সংশোধিত) অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কিছু কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

৬.১ WD-3(D) প্যাকেজের আওতায় রমনা কালি মন্দির প্রকল্প এলাকা হতে পৃথকীকরণ :

মূল ডিপিপিতে রমনা কালি মন্দির পৃথক করার কোন কাজ ছিল না। পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত ডিপিপিতে এসএস গ্রিল এর মাধ্যমে সীমানা দেওয়াল নির্মাণ করে রমনা কালি মন্দির পৃথক করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন মামলা ও রেকর্ড পত্রে স্বত্ব নিয়ে জটিলতার কারণে রমনা কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত না হওয়ায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে পৃথক করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে একটি কমিটি রমনা কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত করার জন্য কাজ করছে।

৬.২ WD-3(G) প্যাকেজের আওতায় Snack and Souvenir Shop/ Library:

শাহবাগ থানা অপসারণ না করায় এ প্যাকেজের আওতায় এসকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৬.৩ WD-13-19 প্যাকেজের আওতায় ল্যান্ড স্কেপিং ও আরবরিকালচারের কাজ :

পরিদর্শন করে দেখা যায়, প্রায় ৬৭.০০ একর বিশিষ্ট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আংশিক আরবরিকালচারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভাসমান দোকান ও মোটর সাইকেলের অবাধ বিচরণ এ বং ছেলেদের অনিয়ন্ত্রিত খেলাধূলার কারণে অবশিষ্ট আরবরিকালচারের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আনসারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

৬.৪ WD-28(A) প্যাকেজের আওতায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত টেবিল সংরক্ষণ, WD-28(B) প্যাকেজের আওতায় ৭ই মার্চ ভাষণের মঞ্চের রেপলিকা এবং WD-28(C) প্যাকেজের আওতায় স্বাধীনতা স্তম্ভ এলাকার সাথে শিশু পার্ক একীভূতকরণ :

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন স্থানদ্বয় শিশুপার্কের অভ্যন্তরে পড়েছে। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা' কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত মূল স্থাপত্য নকশায় শিশুপার্ক এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে চুক্তি না থাকলেও 'আরবানা'র পরামর্শে গ্লাস টাওয়ারসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। তবে চুক্তি না থাকায় 'আরবানা' শিশুপার্ক এলাকাটির স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণ করেনি। স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণের লক্ষ্যে প্রথমে ঐতিহাসিক স্থানদ্বয় চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে স্থানদ্বয় চিহ্নিত করতে বিলম্ব ঘটে। অতঃপর, আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত ও সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এ, কে খন্দকারের নেতৃত্বে গত ০২ জুন ২০১৩ তারিখে স্থানদ্বয় চিহ্নিত করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর কিছু বিষয়ে (চাহিদামালা, রাইড অন্তর্ভুক্তি, অপসারণযোগ্য স্থাপনার তালিকা, বিদ্যমান স্থাপনার স্থাপত্য নকশা, শিশুপার্কে দর্শনার্থী/ টিকেট ব্যবস্থা) নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদানসহ সমগ্র সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে ডিজিটাল সার্ভে করার জন্য অনুরোধ জানায়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের চাহিদাও অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ''প্রকল্পের ডিপিপি ২য় পর্যায়ে সংশোধনের লক্ষ্যে পিইসি সভার সিদ্ধান্তসহ প্রকল্পের অন্যান্য বিষয়ে আশু সমাধানকল্পে সভা''-তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে শিশুপার্ক এলাকাটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ল্যান্ড স্কেপিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণ করছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণের নিকট খসড়া স্থাপত্য নকশা উপস্থাপন করা হয়। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও দেখানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৬.৫ WD-8(D) প্যাকেজের আওতায় Providing red flame on the top of Glass Tower with laser beam including foreign visit :

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায়, অনুমোদিত মূল স্থাপত্য ও অবকাঠামো নকশায় গ্লাস টাওয়ারের চূড়ায় শিখা স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্লাস টাওয়ারের চূড়ায় শিখা স্থাপনের লক্ষ্যে :

সর্বশেষ ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে এ প্যাকেজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে স্থাপত্য পরামর্শক ''আরবানা'র দিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তারপরও গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নকশা বিভিন্ন কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু কোন নকশাই পছন্দ হয়নি। অধিকন্তু প্রকৃত আগুনের শিখা স্থাপন করলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। আবার লেজার বীম দিয়ে করলে সরাসরি সোজা পথে আলো থাকবে। এতে শিখার সৃষ্টি হবে না। এ অবস্থায় গত ০৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরেজমিন পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করার জন্য স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা'কে অনুরোধ করা হয় । প্রকল্পের মেয়াদকাল (জুন ২০১৫) এর মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। আর শিখা স্থাপনের নকশাও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে এ প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি :

ঢাকা রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল স্থান। এ স্থানে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসাবে উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হওয়ায় বাঙালি ছাত্রবৃন্দ তেজদীপ্ত প্রতিবাদ করেছিল, ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দল হতে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন, এ স্থানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ডাক দেন, ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করেছিল, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ প্রদান করেন।

এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ডাক দেন। সেই ডাকে আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ৩০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে মাত্র ৯ মাসেই এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চির অম্লান ও চিরভাস্বর করে রাখার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের প্রারম্ভে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রকল্পটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়। 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। ৩০ জুন ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সমাপ্ত/আংশিক সমাপ্ত কাজগুলো ১ম পর্যায় আখ্যায়িত করে গ্লাস টাওয়ার নির্মাণসহ অসমাপ্ত কাজগুলো ''ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল :

ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' নির্মানের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা; এবং

খ) ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করা।

৮। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন</u>:**

১১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ECNEC) সভায় ''ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)'' প্রকল্প ১৮১৬১.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়। ২৩ মে ২০১২ তারিখ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটির (DPEC) সভার সুপারিশক্রমে ০৪ জুন ২০১২ তারিখ আন্তঃখাত সমন্বয়পূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটির (PEC) সভার অনুমোদনক্রমে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ব্যয় ব্যতিরেকে আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। পুনরায় ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটির (PEC) সভার সুপারিশক্রমে ১৪ মে ২০১৪ তারিখ তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পুনরায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরকে আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৩ এর পরিবর্তে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ২১ মে ২০১৪।

৯। **বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):**

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্র: সা:		মোট	টাকা	প্র: সা:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-২০১০	৩১০.০০	৩১০.০০	-	৩১০.০০	৩০১.২৬	৩০১.২৬	-
২০১০-২০১১	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	১৯৮৭.৫০	৬৮৬.৮৫	৬৮৬.৮৫	-
২০১১-২০১২	১৭০০.০০	১৭০০.০০	-	৩১০৭.৫০	১৫৯০.২২	১৫৯০.২২	-
২০১২-২০১৩	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	-	১০৫০০.০০	১০৩৬৩.১৬	১০৩৬৩.১৬	-
২০১৩-২০১৪	৪৭৫৭.৪১	৪৭৫৭.৪১	-	৪৬৮৫.৪১	৪৫১৬.৫২	৪৫১৬.৫২	-
২০০৯-২০১৪	১৮৫৬৭.৪১	১৮৫৬৭.৪১	-	২০৫৯০.৪১	১৭৪৫৮.০১	১৭৪৫৮.০১	-

বি: দ্র:-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার ১১ জুলাই ২০১১ তারিখের মুবিম/পরিঃ/এডিপি/২০১১-২০১২/২৯৭ নং স্মারকে জানানো হয় যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এডিপি'তে এ প্রকল্পে অনুকূলে ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার ১৪ আগস্ট ২০১১ তারিখের মুবিম/পরিঃ/স উ স্বা স্ত/বরাদ্দ-২০০৯/৩১৯ নং স্মারকে ১ম কিস্তিতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ০৫ মার্চ ২০১২ তারিখের মুবিম/পরিঃ/স উ স্বা স্ত/বরাদ্দ-২০০৯/৭২ নং স্মারকে ২য় ও ৩য় কিস্তিতে রাজস্ব খাতে ১০৭.৫০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৩১০৭.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। অপরপক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখের ৪৮.০০.০০০০.০০৮.২৭.০৫০. ১১/৯০ নং স্মারকে জানানো হয় যে, সংশোধিত এডিপি'তে কমিয়ে ১৮০০.০০ লক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়। ০৫ জুন ২০১২ তারিখের ৪৮.০০.০০০০.০০৮.২৭.০৫০.১১/১৭৫ নং স্মারকে জানানো হয় যে, সংশোধিত এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থ কমিয়ে ১৭০০.০০ লক্ষ বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ কারণে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বরাদ্দের চেয়ে অবমুক্তি বেশি দেখানো হয়েছে। তবে পুনঃনির্ধারিত সংশোধিত এডিপি'র চেয়ে কম ব্যয় হয়েছে। আর প্রতি বছরই অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথারীতি সমর্পন করা হয়।

১০। **প্রকল্প পরিচালক :**

নং	কর্মকর্তার নাম	তারিখ	
		যোগদান	অব্যহতি
১।	জনাব মোঃ মিজান-উল-আলম	২৪/১২/২০০৯	৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকল্প পরিদর্শন :

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রাপ্তির পর গত ১৩/০৩/২০১৬ তারিখ আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের সহকারী পরিচালক মৌসুমী খানম কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মিজান-উল-আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ সেলের সাবেক প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রকৌশলী মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলঃ

১১.১ স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণঃ ১৬ ফুট ×১৬ ফুট Base size এবং ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট স্টীল ফ্রেমে ১২০১ মিমি (মাঝখানের ২টি কলাম)/ ১২১০ মিমি (পাশের ২টি কলাম) দৈর্ঘ্য, ৭৫ মিমি প্রস্থ ও ১৯ মিমি পুরুত্বের কাঁচ একটির উপর একটি স্থাপন (Stack) করে প্যানেলের মাধ্যমে স্বাধীনতা স্তম্ভ (গ্লাস টাওয়ার) নির্মিত।

দুই পর্যায় (কারিগরী ও আর্থিক) দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান NDE- NOVUM Consortium (বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর যৌথ প্রতিষ্ঠান) একই Base size এর ১০ ফুট উচ্চতার গ্লাস টাওয়ারের Mock up model নির্মাণ করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতিতে তিনবার সরেজমিন পরিদর্শন করে গ্লাস টাওয়ারের গ্লাস স্বচ্ছ এবং Structural strength বজায় রেখে নান্দনিকতার জন্য আভ্যন্তরীণ কাঠামো Less Visible করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

তৎপ্রেক্ষিতে গ্লাস টাওয়ারের বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কমিটি ও সমুদয় প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ কমিটি দফায় দফায় সভা করে গ্লাস টাওয়ারের সংশোধিত স্ট্রাকচারাল বিন্যাস সুপারিশ করে, যা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয় NDE- NOVUM Consortium এর নিকট হতে গ্লাস টাওয়ারের বিস্তারিত Structural ও Foundation Design পাওয়ার পর BRTC, BUET টাওয়ারের Load Assumption, Super Structure ও Foundation Design এবং working drawing এর review ও vetting করে।

চীন সফরে বিশেষজ্ঞগণের নিকট Huayu Steel Structure Engineering Company Ltd এ Steel এর Welding Procedure, Shenzhen Safe Steel Technology Co Ltd এর Laboratory তে Steel এর Tensile test, Bend test, Weld hardness & Impact test এবং Yin Tong Dong Guan Glass Co Ltd এ গ্লাসের Toughness test, Fragmentation, Chemical Composition ইত্যাদির ফলাফল গ্রহণযোগ্য হওয়ায় চীনে Steel ও Glass এর Manufacturing ও Fabrication করা হয়।

গ্লাস টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের জন্য ৯০০মিমি ব্যাস বিশিষ্ট ৮৫-৯০ ফুট গভীরতায় ২০টি আরসিসি পাইলিং করার পর BUET এর মাধ্যমে Vertical Load test ও Integrity test করা হয়। Test দু'টির ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় পাইলিং এর উপর ৫ ফুট পুরুত্বের আরসিসি ঢালাই দেয়া হয়। তার উপর ৪টি মূল কলাম স্থাপন করা হয়।

NOVUM Structure Singapore Pte Ltd NOVUM Structure India Pte Ltd এর কারিগরী বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে BUET এর অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে Steel ও Glass erection করে।

২১টি কাঁচ (Stack) করে ক্লাম্পের মাধ্যমে প্রতিটি প্যানেল প্রস্তুত করা হয়। গ্লাস টাওয়ারের প্রতিপার্শ্বে ৪টি কলাম করে সর্বমোট ১৭১৮ টি প্যানেল সংযোজন করা হয়। ১০% হিসেবে ১৭২ টি প্যানেল রিজার্ভ রাখা হয়েছে। Steel ও Glass এর সম্ভাব্য ক্ষতি হতে রক্ষা করার জন্য স্বাভাবিক বায়ু প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে টাওয়ারের অভ্যন্তরীণ স্থানের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্যানেলসমূহের মধ্যে Vertically ১৮ মিমি ও Horizontally ২১ মিঃমিঃ ফাঁকা রাখা হয়।

নির্মিত গ্লাস টাওয়ার (দিনের বেলায়)

দূর থেকে নির্মিত গ্লাস টাওয়ার (রাতের বেলা)

স্তম্ভে আলোকিত করার জন্য বাহিরে পাদদেশ হতে চারিপাশে ৩টি স্তরে সর্বমোট ১৪৪টি (১ম সত্মরে ৭০ ওয়াটের ৩২টি এবং ২য় ও ৩য় স্তরে ২৫০ ওয়াটের ১১২ টি) জার্মানীর ERCO Brand এর লাইট ফিটিংস স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া সীমাহীন আকাশে আলোর রশ্মি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্তম্ভের চার কোনায় আরও ৭০০০ ওয়াট বিশিষ্ট ৪টি Xenon light স্থাপন করা হয়েছে।

১১.২ শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মাণঃ ''ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (১ম পর্যায়)'' প্রকল্পের আওতায় স্থাপত্য পরামর্শক আরবানা'র স্থাপত্য নকশায় নির্মিত শিখা চিরন্তন দৃষ্টিনন্দন না হওয়ায় তা ভেঙ্গে ''ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক নির্দেশনায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থাপত্য নকশায় ৪৬ ফুট×৪৬ ফুট প্লাটফর্মের উপর শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মান করা হয়।

১১.৩ স্বাধীনতা জাদুঘর সজ্জিতকরণঃ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা'র স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর স্বাধীনতা জাদুঘরের অবকাঠামো নির্মাণ করে। এছাড়া, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর স্বাধীনতা জাদুঘরে ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বিভিন্ন ছবি দিয়ে বস্নাক জোন সজ্জিত করে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আবহমান বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ছবি দিয়ে ১৪৪ টি গ্লাস প্যানেলের সাহায্যে সজ্জিত করে। জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধির রেপলিকা রাখা হয়। এ ছাড়া লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ভু-গর্ভে অবস্থিত স্বাধীনতা জাদুঘরে নিরাপত্তা সহকারে প্রবেশের জন্য আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে। ভিআইপিগণের প্রবেশের জন্য একটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে।

১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় মহান মুক্তিযুদ্ধে সন্তানহারা মায়ের কান্নার প্রতীক হিসেবে স্বাধীনতা জাদুঘরে পানির ফোয়ারা 'অশ্রুপ্রপাত' নির্মাণ করা হয়। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ফোয়ারার পানি পতনের শব্দ কমানো হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী 'অশ্রুপ্রপাত' রক্তিম বর্ণের করা হয়েছে।

১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ১৫৬ আসন বিশিষ্ট অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষে বোসের উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১.৪ ম্যুরাল সংশোধনঃ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় শিল্পী হাসেম খানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্তৃক প্লাজার দক্ষিণে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্ট বিজয়, ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ শে মার্চের কালরাত্রি, মুজিবনগরে সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন ইত্যাদির টেরাকোটা ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। কিন্তু একটি অংশে স্থাপিত ভুল ও

অপ্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকায় ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় শিল্পী হাসেম খানের তত্ত্বাবধানে তা বাদ দিয়ে মূল নকশা অনুযায়ী ম্যুরাল সংশোধন করা হয়েছে।

১১.৫ ফিনিশিংসহ অবশিষ্ট জলাধার নির্মাণ : স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা'র স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী ১ফুট ৯ ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট প্লাজার পশ্চিমে ৪৪০ x৯০ বর্গফুট, প্লাজার দক্ষিণে ৩৪১.৫ x ২২০ বর্গফুট এবং প্লাজার পূর্বে ৪৪০ x৯৪ বর্গফুট আয়তনের জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় প্লাজার পশ্চিমে সম্পূর্ণ, প্লাজার দক্ষিণে সম্পূর্ণ এবং প্লাজার পূর্বে আংশিক জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ জলাধারের তলদেশ সিলেট পাথর দিয়ে ফিনিশিং করা হয়েছে।

প্রকল্পে নির্মিত জলাধার

প্রকল্পে নির্মিত জলাধার

১১.৬ উন্মুক্ত মঞ্চে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লাইন স্থাপনসহ সংস্কারঃ স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা'র স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলা একাডেমির সন্নিকটে উন্মুক্ত মঞ্চের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। দর্শকদের বসার জন্য ২০০০ আসন বিশিষ্ট গ্যালারী, শিল্পীদের সাজসজ্জার জন্য গ্রীন রুম এবং মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথকভাবে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় উন্মুক্ত মঞ্চে বিদ্যুত সংযোগের জন্য ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লাইন স্থাপন করা হয়। এছাড়া, পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজের কিছু সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১১.৭ অবশিষ্ট ওয়াকওয়ে নির্মাণঃ ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ওয়াকওয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.৮ সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় স্থাপত্য পরামর্শক 'আরবানা'র স্থাপত্য নকশায় ২টি গেইট নির্মাণ করা হয়েছিল। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থাপত্য নকশায় এসএস পাইপ দিয়ে ফেয়ার ফেইস স্ট্রাকচারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৩টি গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।

১১.৯ ৩০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপনঃ ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় স্বাধীনতা স্তম্ভসহ বিভিন্ন স্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ রাখার জন্য সরকারি সংস্থার বিদ্যুত সংযোগ ছাড়াও সার্ভিস ব্লকে ৩০০ কেভিএ স্ট্যন্ডবাই জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের খাতভিত্তিক বাস্তবায়ন কাজের বিবরণঃ

১২.১ ৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতনঃ প্রকল্পের আওতায় ৫ম গ্রেডের ১ জন প্রকল্প পরিচালকের সংস্থান ছিল। যদিও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিলেকশান গ্রেড পেয়ে ৩য় গ্রেডে এবং যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে ৩য় গ্রেডে উন্নীত হন। ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তার বেতন খাতে ১৫.৬৭ লক্ষ টাকা ছিল। তন্মধ্যে ১৫.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১২.২ ৪৬০০-কর্মচারীদের বেতনঃ প্রকল্পের আওতায় ১ জন হিসাব রক্ষক, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন গাড়িচালক ও ১জন এমএলএসএস (বর্তমানে অফিস সহায়ক) সর্বমোট ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত কর্মচারীদের বেতন খাতে ৮.৭৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭.৯০ লক্ষ টাকা।

১২.৩ ৪৭০০০-ভাতাঃ ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভাতা খাতে ২৫.০৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ব্যয় হয়েছে ২৩.২৩ লক্ষ টাকা ।

১২.৪ ৪৮০০-সরবরাহ ও সেবাঃ প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাতে ২৩১.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ১৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

১২.৫ ৪৯০০-মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ প্রকল্পের আওতায় এ খাতে ৪৪৭.৮৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ব্যয় হয়েছে ৩১২.৭৮ লক্ষ টাকা।

১২.৬ ৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয় খাতে ৫০৭.৯৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪৯১.৪৩ লক্ষ টাকা।

১২.৭ ৭০০০-নির্মাণ কাজঃ ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে ১৭১৭৪.০৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ১৬৬২৯.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

১২.৮ ৭৯৮১-বিবিধ মুলধন ব্যয়ঃ ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে ২৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ২৩.৯৯ লক্ষ ব্যয় হয়েছে ।

১২.৯ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সীঃ এ খাতে ৩.৬০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তবে কোন ব্যয় হয়নি।

১২.১০ প্রাইস কন্টিনজেন্সীঃ এ খাতেও ৩.৬১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তবে কোন ব্যয় হয়নি।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ নির্মাণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা।	ক) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরম্নত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল স্থান। এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ডাক দেন। সেই ডাকে আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই পাকি স্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। সেই লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভূ-গর্ভে ‘স্বাধীনতা জাদুঘর’ নির্মাণ করা হয়। ‘স্বাধীনতা জাদুঘর’ আবহমান বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে শু রু করে ১৯৭১ সালের পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র ও চলচ্চিত্র ছবি প্রদর্শনের জন্য পৃথক ‘অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ’ এবং স ন্তানহারা মায়ের কান্নার প্রতীক ‘অ শ্রুপ্রপাত’ নির্মাণ করা হয়েছে। প্লাজার দক্ষিণে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ভাষা আন্দোলন হতে শু রু করে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন পর্য ন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার টেরাকোটা ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। প্রাক্তন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও আত্মসমর্পনের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’ নির্মাণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।
খ) ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করা।	খ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘স্বাধীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বাধীনতা জাদুঘর’ ‘অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ’, ‘অশ্রুপ্রপাত’ এবং ‘টেরাকোটা ম্যুরাল’ স্থাপন করা হ য়েছে। এ ছাড়া, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও আত্মসমর্পনের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ র মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হচ্ছে।

১৪। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ নির্মাণ কাজে ত্রুটিঃ প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ্য করা যায়, ১ ফুট ৯ ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট বিশাল আয়তনের জলাধারের তলদেশ প্রায় ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত সিলেট পাথর দিয়ে ফিনিশিং করা হয়েছে। পাথরগুলোর উপর ময়লা ও বর্জ্য পড়ে থাকায় দেখতে খুব খারাপ লাগে। পাথরগুলো পরিষ্কার করা বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং ব্যয়বহুলও। এ কারণে পাথর দিয়ে তলদেশ ফিনিশিং করা যৌক্তিক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। এ ছাড়া, পানিতে প্রচুর শ্যাওলা জন্মেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নেই।

১৫.২ শাহবাগ থানা অপসারণঃ শাহবাগে পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও শাহবাগ থানা ছিল। বহু চেষ্টা করে ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের শেষ সময়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ব্যারাক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু শাহবাগ থানা অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে স্ন্যাকস্ ও স্যুভেনির শপ, বিদ্যমান পুরাতন ভবন, জীম খানা, গ্যালারি সংস্কার ও সং রক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। শাহবাগ মোড় হতে স্বাধীনতা স্তম্ভ পরিষ্কার ভাবে দেখার জন্য শাহবাগ থানা অপসারণ প্রয়োজন।

১৫.৩ উদ্যানের নিরাপত্তাঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে রমনা কালি মন্দির আছে। রমনা কালি মন্দিরে প্রবেশের জন্য বাংলা একাডেমির সন্নিকটে সীমানা প্রাচীর অবিচ্ছেদ্য রাখা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় বহু চেষ্টা করেও স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় সীমানা প্রাচীর দিয়ে প্রকল্প এলাকা পৃথক করা যায়নি। ফলে প্রকল্প এলাকা অরক্ষিত এবং নিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছে। তবে, ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর দিয়ে পৃথক করা হবে মর্মে জানা যায়। এ লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প নেয়ার জন্য ডিপিপি প্রনয়ণের কাজ চলছে। আর ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি স্থান চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে মর্মে জানা যায়।

১৫.৪ পর্যাপ্ত গণশৌচাগার ও ফুড কোর্টের অভাবঃ বিশাল প্রকল্প এলাকায় উন্মুক্ত মঞ্চ, ভিআইপি ব্লক ও সার্ভিস ব্লক ছাড়া জনসাধারণের জন্য গণশৌচাগার নেই। ফলে জনসাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে উদ্যানের এদিক ওদিক মলমূত্র ত্যাগ করে। প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এ ছাড়া, জনসাধারণের প্রয়োজনে কোন ফুড কোর্টের ব্যবস্থা নেই।

১৫.৫ ডাস্টবিনের অভাবঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কোন ডাস্টবিন না থাকায় জনসাধারণ খাবার খেয়ে বিভিন্ন রকমের বর্জ্য ফেলে সৌন্দর্য নষ্ট করে। এ কারনে পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

১৫.৬ **অডিটরিয়াম অব্যবহৃত অবস্থায় থাকাঃ ১৫৬ আসন বিশিষ্ট অডিও ভিজ্যুয়াল অডিটরিয়ামটিতে বর্তমানে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না অর্থাৎ অডিটরিয়ামটিতে কোন অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন হচ্ছে না। বর্তমানে অডিটরিয়ামটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফলে অডিটরিয়ামে উন্নতমানের যে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবস্থা করা হয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার দরুন তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।**

১৫.৭ কর্তৃপক্ষের অবহেলাঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও উদ্যানে নির্মিত স্বাধীনতা স্তম্ভসহ বিভিন্ন স্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বরাদ্দের অভাব বা অপ্রতুলতার জন্য যথাযথভাবে সং রক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানা যায়। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে না পারা সং শ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ সংশোধিত Allocation of Business মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে স্বাধীনতা জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চ পরিচালনার জন্য ন্যাস্ত করা হয়। অপর পক্ষে, স্বাধীনতা স্তম্ভসহ অবশিষ্ট সকল স্থাপনা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গণপূর্ত অধিদপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

১৬। সুপারিশঃ

১৬.১ জলাধারের পানি ও পাথর নিয়মিত পরিস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৬.২ শাহবাগ মোড় হতে স্বাধীনতা স্তম্ভ পরিষ্কার ভাবে দেখার জন্য শাহবাগ থানা অপসারণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান স্থানের ভূ-গর্ভে স্ল্যাকস্ও স্যুভেনির শপ এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা যেতে পারে;

১৬.৩ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রমনা কালি মন্দিরের স্থান চিহ্নিত করে দেওয়াল দিয়ে প্রকল্প এলাকা পৃথক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৬.৪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের আর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারী ফিল্ম, চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়াল অডিটরিয়ামটি দর্শনার্থীদের জন্য চালু রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৬.৫ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত গণশৌচাগার ও ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং

১৬.৬ প্রকল্প এলাকাসহ বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তাসহ সামগ্রীকভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।